ব্রিটিশ সরকার ও অপারেশন ব্লু স্টার

অরুণ জেটলি,রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা

১৯৮৪ সালের জুন মাসে অপারেশন ব্লু স্টার স্বাধীন ভারতে সরকারের অন্যতম বিতর্কিত কাজ। স্বর্ণ মন্দিরের ভিতর সন্ত্রাসবাদীদের বিশাল পরিমাণ অস্ত্রের ভান্ডার গড়া রোখার পরিবর্তে ভারত সরকার অন্য পথ গ্রহনের কথা চিন্তা করে। তারা ভেবেছিল মধ্যপন্থী শিখ রাজনীতিকদের এড়িয়ে চলতে। হয়তো কংগ্রেসের পরিকল্পনা ছিল নির্বাচনের প্রাককালে জঙ্গীদের বিরূদ্ধে পুলিস ও মিলিটারির অভিযানের ফলে সন্ত্রসের কবল থেকে পাঞ্জাবকে বাঁচানো হয়েছে, এই দেশাত্ববোধক স্লোগানে ভেসেই নির্বাচনী বৈতরনী পাড় হওয়া যাবে।

এই ঘটনাটিকে অন্য ভাবে নথিভুক্ত করেছে ভারত সরকার। কয়েক বছর আগে ডঃ পিসি আলেকজান্ডারের স্মৃতিকথা প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম আমি। ১৯৮৪ র মে-জুন মাসে তিনি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি। এবং তিনিই বোধহয় যা ঘটেছিল তার অন্যতম সাক্ষী। অপারেশন ব্লু স্টার সমপর্কে তার বইয়ে উল্লিখিত তথ্য থেকে এটা পরিস্কার যে সন্ত লঙ্গওয়ালের সঙ্গে পিসি আলেরজান্ডারের বৈঠক ভেস্তে যাওয়ার পরেই ১৯৮৪ র মে মাসে জেনারেল বৈদ্যকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। এবং মিলিটারি অপারেশনের জন্য তাকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছিল। এই অভিযান শুরুর আগে কি শিখদের মনে এর কি প্রভাব পড়তে পারে সে সমপর্কে ভারত সরকার উপযুক্ত গোয়েন্দা রিপোর্ট ও রাজনৈতিক রিপোর্ট সংগ্রহ করেছিল ? শিখদের দেশাত্ববোধ যে প্রবল, এই বিষয়টাও ভারত সরকারের বিবেচনায় ছিলনা। অপারেশন ব্লুস্টারের ফলে শুধু যে শিখ সমপ্রদায়ের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হল তাই নয় প্রাণ দিতে হল ইন্দিরা গান্ধীকেও এবং দেশজুড়ে সৃষ্টি হল শিখ দাঙ্গার ক্ষত।

এখনও ভারতে অপারেশন ব্লু স্টার নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। এরই মধ্যে ব্রিটেন থেকে প্রকাশিত একগুচ্ছ তথ্য সেই আগুন উস্কে দিল আরও। ৩০ বছর পর ১৯৮৪ র ফেব্রুয়ারির কিছু দলিল প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি খুবই গোপন সারিবদ্ধ তথ্য।

১৯৮৪ র ৬ ফেব্রুয়ারি ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি বিদেশ ও কমনওয়েলথ অফিসের ব্রায়ান ফলকে স্বর্ণ মন্দির থেকে ভিন্ন মত পোষনকারী শিখদের সরিয়ে দেওয়ার কথা লিখছেন। বিদেশ সচিবকে ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতেও বলা হয়েছে। তবে কি ব্রিটেনের পরামর্শেই অপারেশন ব্লু স্টার ?

১৯৮৪ র মে মাসে আলোচনা ব্যর্থ হওয়াতেই অপারেশন ব্লু স্টারের সিদ্ধান্ত বলে যে আমাদের জানানো হয়েছিল তার সঙ্গে এটা পরস্পর বিরোধী। স্বর্ণ মন্দিরে অভিযানের ব্যাপারে ব্রিটিস সরকারের সঙ্গে ভারতের পরিকল্পনা হয়। ২৩-০২-১৯৮৪ তারিখে স্বরাষ্ট্র সচিবকে চিঠি দিয়েছিলেন ব্রায়ান ফল।

ব্রিটেন বসবাসকারী শিখদের মধ্যে এর প্রভাব সমপর্কেও চিঠিতে উল্লেখ ছিল। এখানে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির থেকে শিখ জঙ্গিদের হটাতে ভারত সরকার ব্রিটেনের পরামর্শ চেয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর চুক্তির ভিত্তিতে বিদেসসচিল ভারতের আহবানে সাড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এরপরেই ভারত সফর করে পরিকল্পনা তৈরি করেন এসএডি অফিসাররা। যেটা অনুমোদন করেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। প্রায় ৩০ বছর পর প্রকাশ্যে আসা এই তথ্য থেকে এটা পরিস্কার যে অপারেশন ব্লু স্টারের ব্যাপারে বিদেশের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। এবং প্রধান পরিকল্পনা ছকা হয়েছিল বিদেশের মাটিতে। ১৯৮৪ র মে মাসের শেষে বিষয়টি জানতে পেরেছিল ভারতীয় সেনা। সরকারের আভ্যন্তরিণ ক্ষেত্রেও বিষয়টা নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয়নি। অন্যন্য কোনও দেশের থেকেও কি এই বিষয়ে পরামর্শ নেওয়া হয়েছিল ? কারণ যে কোনও মূল্যে তখন স্বর্ণ মন্দিরে অভিযান চালাতে বদ্ধ পরিকর ছিল সরকার। হোক না তা জাতীয় স্বার্থ ও শিখদের স্বার্থ ক্ষুন্ন করে।

এখনই কিছু ব্রিটিশ প্রামান্য সামনে এল। পরবর্তী আরও কয়েকমাসে ১৯৮৪ র ফেব্রুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত বিভিন্ন তথ্য সামনে আসবে। এটাই উপযুক্ত সময় যে প্রকৃত সত্যটা সামনে আনুক সরকার। যাতে দেশের মানুষ বুঝতে পারে অপারেশন ব্লু স্টার একটা পরিকল্পিত ভুল কিনা।